হিন্দুধর্মে গোমাংস খাওয়ার প্রমাণ

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

হিন্দুধর্মে গো

হিন্দুধর্মে গোমাংস খাওয়ার প্রমাণ
হিন্দুধর্মে গোমাংস খাওয়ার প্রমাণ

হিন্দুধর্মে গোমাংস খাওয়ার প্রমাণ

হিন্দুদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থগুলি বলছে, ”বৃষের মাংশ [বেদ:১/১৬৪/৪৩], মহিষের মাংস [বেদ:৫/২৯/৮], অজের মাংস [বেদ:১/১৬২/৩]
খাওয়া হতো।-
আরও বলা হয়েছে পরস্বিনী গাভী মানুষের ভজনীয় [বেদ:৪/১/৬]।- গো হত্যা স্থানে গাভীগণ হত্যা হতো [বেদ:১০/৮৯/১৪]। ইন্দ্রের জন্য গোবৎস উৎসর্গ করা হয়েছে। [ঋকবেদ:১০:৮৬:১৪]। এমনকি উপনিষদ বলছে: ‘বেদজ্ঞান লাভ করতে হলে, স্বাস্থ্যবাদ সন্তান লাভ করতে হলে ষাঁড়ের মাংস খাওয়া জরুরী।”
আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি
“বৃষের মাংশ [বেদ:১/১৬৪/৪৩], মহিষের মাংস [বেদ: ৫/২৯/৮], অজের মাংস [বেদ:১/১৬২/৩] খাওয়া হতো।-
আরও বলা হয়েছে পরস্বিনী গাভী মানুষের ভজনীয় [বেদ:৪/১/৬]।- গো হত্যা স্থানে গাভীগণ হত্যা হতো [বেদ:১০/৮৯/১৪]। ইন্দ্রের জন্য গোবৎস উৎসর্গ করা হয়েছে। [ঋকবেদ:১০:৮৬:১৪]।
এমনকি উপনিষদ বলছে:‘বেদজ্ঞান লাভ করতে হলে, স্বাস্থ্যবাদ সন্তান লাভ করতে হলে ষাঁড়ের মাংস খাওয়া জরুরী।”
মনুসংহিতা তে বলা গো মাংস ভক্ষণ সম্পর্কে খুব স্পষ্ট করে বলা হয়েছেঃ

****

ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিসত্তু মহাফলা \\ ৫৬ \\
অর্থঃ মাংসভক্ষণে, মদ্যপানে ও মৈথুনে দোষ নেই; এই হল জীবের প্রবৃত্তি; নিবৃত্তি মহাফলজনক। (মনুসংহিতা- ৫ম অধ্যায়, পৃষ্ঠাঃ ১৫২, শ্লোক-৫৬, মূল সংস্কৃত-মনু, অনুবাদ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)
শুধু কি তাই, স্বয়ং ভগবান কে গরু বলে আখ্যায়িত করেছেন মনুসংহিতা। অষ্টম অধ্যায়ের ১৬ নং শ্লোক ভগবান কে ধর্ম বৃষ বলা হয়েছেঃ
বৃষো হি ভগবান ধর্মস্তস্য যঃ কুরুতে হালম্।
বৃষলং তং বিদুর্দেবাস্তস্মাদ্ধর্মং ন লোপয়েৎ \\ ১৬ \\
অর্থঃ ভগবান ধর্ম বৃষ। তাঁকে যে বারণ করে তাকে প্রজ্ঞা ব্যক্তিগণ বৃষল বলেন। সুতরাং ধর্ম লুপ্ত করবে না। (মনুসংহিতা- ৮ম অধ্যায়, পৃষ্ঠাঃ ২০২, শ্লোক-১৬, মূল সংস্কৃত-মনু, অনুবাদ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)
এখানে, বৃষ অর্থ ষাড়, বলদ এবং বৃষল অর্থ শূদ্র।

রামায়নের আদি ও অযোধ্যাকান্ত খুলে দেখুন সেখানে স্পষ্ট করে লেখা আছে "রাম গোমাংস ভক্ষণ করিতেন"। আরো বলা হয়েছেঃ "বশিষ্ট মুনি মদ্য ও গোমাংস প্রভৃতি দিয়া বিশ্বামিত্রকে তাঁহার সেনাগণের সহিত ভোজন করাইয়াছিলেন।"

"ভরদ্বাজ মুনি ভরতকে গোমাংসাদি দিয়া পরিতুষ্ঠ সহকারে ভোজন করাইয়াছিলেন ও তৎকালে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে ব্রাক্ষ্মণেরা দশ সহস্র গোভক্ষণ করিয়াছিলেন।"

মহর্ষি পাণিনিও বলেনঃ " অতিথি আগমন করিলে তাঁহার জন্য গো হনন করিবে।"

কৃষ্ণ যজুর্বেদের মৈত্রায়ণীয় শাখার অন্তর্ভূক্ত মানবগৃহ্যসূত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে- " বাড়িতে অতিথি এলে তাকে আপ্যায়ন করতে গুরুর মাংস দিতে হবে এবং গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে অতিথির সঙ্গে আরো চারজন ব্রাহ্মণকে গোমাংস ভোজনে আমন্ত্রণ জানানো।" (পৃঃ ২৮)

স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বলেছেনঃ [Mahatma] Gandhi himself says, "I know there are scholars who tell us that cow-sacrifice is mentioned in the Vedas. I... read a sentence in our Sanskrit text-book to the effect that Brahmins of old [period] used to eat beef". [Reference: M.K.Gandhi, Hindu Dharma, New Delhi, 1991, p. 120].

অনুবাদঃ মহাত্মা গান্ধী বলেছেনঃ "আমি জানি (কিছু সংখ্যক পন্ডিত আমাদের বলেছেন) বেদে গো-উৎসগ করার কথা উল্লেখ আছে। আমি আমাদের সংস্কৃত বইয়ে এরুপ বাক্য পড়েছি যে, পূর্বে ব্রাহ্মণরা গো-মাংস ভক্ষণ করতেন।" (সূত্রঃ এম.কে. গান্ধী, হিন্দু ধর্ম, নিউ দিল্লি;, ১৯৯১, পৃ.১২০)

ঋক্ বেদের RV: VIII.43.11 তে বলা হয়েছেঃ Agni is described as "fed on ox and cow" In the Rig Veda (RV: VIII.43.11)

অনুবাদঃ "অগ্নি (অবতার) বর্ণনা করলেন, ষাড় এবং গো-মাংস দিয়ে ভক্ষণ করাতে। (সূত্রঃ ঋক বেদের (VIII.43.11)

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস অধ্যাপক ডি এল ঝা তাঁর বইয়ে বলেছেন, মুসলিম-অভিযানের আগেই এই দেশে গোমাংস ভক্ষণ প্রচলিত ছিল|

হিন্দুদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ হল বেদ! সেখানে দাবি করা হয়েছে, ঋক বৈদিক যুগে দেবতাদের উদ্দেশে অন্য প্রাণীর সঙ্গে গরুও উৎসর্গীকৃত হত|

আর্যদের অন্য সৃষ্টি শতপথ ব্রাহ্মণ এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও গো-বলির উল্লেখ আছে। দেবতাদের পছন্দসই পশু বলি দেওয়া হত। ২৫০ প্রজাতির মধ্যে ৫০ রকম প্রজাতি নির্দিষ্ট ছিল যাগযজ্ঞে বলিদানের জন্য। যেমন, ইন্দ্র এবং বিষ্ণুর জন্য বৃষ, পূষণ বা সূর্যদেবের জন্য কৃষ্ণ গাভী এবং রুদ্রের জন্য রোহিত গাভী। মরুৎ, অগ্নি, অশ্বিনীদেবকেও প্রাণী উৎসর্গ করা হত। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যও নাকি গোমাংসের স্বাদ ভক্ষণ করেছিলেন। চরক সংহিতায় বহু রোগের ঔষধ হিসেবে গোমাংসের উল্লেখ আছে।

সভ্যতার প্রথম ধাপে আর্যরা মূলত ছিল পশুপালক। তখনও কৃষিতে দক্ষতা অতটা আহরিত করতে পারা যায়নি। ফলে, চাষের কাজে গৃহপালিত পশুর ভূমিকা অতটা উপলব্ধি করা যায়নি। তখন, একদিকে যখন কৃষিতে নতুন নতুন উন্মেষ হচ্ছে, অন্যদিকে সমাজে জন্ম নিচ্ছে প্রতিবাদী আন্দোলনের বীজ।

সংস্কারের প্রয়োজনেই আবির্ভূত হয়েছিলেন গৌতম বুদ্ধ। জনমানসে জায়গা করে নিতে থাকে তাঁর মতবাদ। তাঁর সহজ দর্শন। বিভিন্ন বৌদ্ধ লিপি এবং সূত্র থেকে জানা যায় ব্রাহ্মণদের করা যজ্ঞে শত শত প্রাণী বলি দেওয়া হত। যার মধ্যে আছে গবাদি পশু, সর্বোপরি গরু। অবশ্য রেহাই পেত দুগ্ধবতী গাভী। পছন্দ বেশি ছিল বলদ আর বাছুর। আর, বলির মাংস তো সবসময়েই পবিত্র।

যজ্ঞের নামে পশুবলির বিরোধিতা করেন তথাগত। অন্যদিকে কৃষিকাজে গবাদি পশুর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। ফলে অন্য পশুর সঙ্গে গরুও রক্ষা পায়। সম্রাট অশোকের শাসনে নিয়ন্ত্রিত হয় পশুহত্যা। যার আওতা থেকে বাদ পড়েনি স্বয়ং সম্রাটের পাকশালও।

এ বার কিছুটা আগে ফিরে আবার চোখ রাখি হিন্দু শাস্ত্রে। আত্রেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, যে যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হয়, তার কাঠও বেছে নিতে হবে। যেমন কাঠ বাছা হবে, পরলোকে গিয়ে সেরকম মোক্ষ লাভ হবে। পাশাপাশি, হিন্দু সমাজের অভিভাবক মনুস্মৃতি। সেখানে কিন্তু বলা হয়েছে জল ছিটিয়ে, মন্ত্র উচ্চারণ করে মাংস খাওয়া যায়। কোনও রীতি পালিত হলে, জীবন রক্ষা করতে হলে এবং ব্রাহ্মণের ইচ্ছে হলে মাংস খাওয়াই যায়। এবং কোথাও স্পষ্ট করে বলা নেই এই মাংসের মধ্যে গোমাংস নেই।

প্রাণীবলির পক্ষে ধ্বজা উড়িয়ে মনু বলে গেছেন, যে বলি দেয় এবং যাকে বলি দেওয়া হয়, দুজনেই পরজন্মে ভাল জন্ম লাভ করে। স্বয়ম্ভূ জীবকূলকে সৃষ্টি করেছেন বলিপ্রদত্ত করেই। মনুর বিধান অনুযায়ী, গৃহপালিত পশুর মধ্যে এমন প্রাণীকে (উট ব্যতীত) ভক্ষণ করাই যায় যার একটি চোয়ালে দাঁত আছে। এর মাধ্যমে উনি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

বহু সমাজবিদ বলেছেন, বৌদ্ধদের থেকে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতেই ক্রমে ব্রাহ্মণ্য সমাজ সরে আসে গোভক্ষণ থেকে। কারণ বৌদ্ধ সমাজে নিরামিষ ভক্ষণ বা মাংস পরিহার করা নিয়ে বাধ্যবাধকতা নেই। বুদ্ধ নিজে প্রয়াত হন পচা শূকরের মাংস ভক্ষণ করে।

অনেকেই বিশ্বাস করেন, বৌদ্ধ ধর্মের জনপ্রিয়তা কমাতে, নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে উচ্চ হিন্দু সমাজ সরে আসে গোমাংস ভক্ষণ থেকে। শুঙ্গ এবং গুপ্ত রাজাদের আমলে গরুকে গোমাতা এবং দেবাংশী হিসেবে প্রতিপন্ন করা হয়। সব থেকে বড় কথা, গরুর অসীম উপকারিতা উপলব্ধি করে গুরুত্ব দেওয়া হয় এর সংরক্ষণে। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্ন বর্গকে বলা হয়নি, তোমরা এই মাংস স্পর্শ কোরো না। তাহলে অস্পৃশ্যতা থাকবে কী করে? কারণ

এই নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ তো স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যতার একটা মাপকাঠি৷ আজও, কেরলের ৭২ টি হিন্দু সম্প্রদায় গোমাংসে অভ্যস্ত৷ কিন্তু তাদের সবাই নিম্নবর্গীয় নয়৷

সমাজের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন বুঝে তৈরি হয় নিয়ম৷ তাতে ক্ষতি নেই৷ কিন্তু পরে সেই প্রয়োজন পাল্টে গেলেও নিয়ম বহাল থেকেই যায় | প্রাজ্ঞদের করা নিয়মের সুবিধে নেয় সুযোগসন্ধানী সমাজপতিরা৷ শুধু একটাই আশার কথা, হিন্দু ধর্মে যেমন সংস্কার আছে, সেটার ভালমন্দ নিয়ে সদর্থক সমালোচনা (বা আত্মসমালোচনা) সবথেকে বেশি হিন্দুরাই করে৷ হিন্দুদের মতো আত্মসমালোচনা অন্যত্র বোধহয় কমই হয়৷ আর কে না জানে, অচলায়তন সরাতে আত্ম সমালোচনার জুড়ি নেই৷ সমাজ নিজেকে নিজে আয়নায় দেখলে সেটা ছুটন্ত পাথরই থাকে৷ যাতে শ্যাওলা জমে না৷

সুতরাং যাঁরা গো-মাংস খাওয়ার অপরাধে দাদরীতে মুহাম্মাদ আখলাক ভাইকে ইঁট দিয়ে মাথা থেঁতলে হত্যা করেছেন তাঁরা এই গো-মাংস খাওয়ার কেচ্ছা কাহিনীতে ভরপুর ধর্মগ্রন্থ গুলিকে কবে মাটির সাথে মিশাবেন আগে ঠিক করে নিন।

গো-মাতার ফরিয়াদঃ আমাকে জবাব দাও

আমার হত্যার জন্য তারাই অপরাধী যারা আমাকে মা বলে আহ্বান করে এবং খোলা রাস্তায় মরার জন্য ছেড়ে দেয়। আপনারা কি দেখেছেন কেউ নিজের মাকে রাস্তায় ছেড়ে দেয়? কেউ কি নিজের মাকে রাস্তায় জঘন্য পচা খাদ্য গ্রহনে বাধ্য করে? সত্যিই যদি আমি তাদের মা হতাম তাহলে তারা কখনোই আমাকে বিক্রি করত না। আমাকে মা বলে আহ্বানকারী এই নীচ জাতিরা তো মৈনপুরীতে আমাকে দাফনকারী হিন্দুদেরকেই হত্যা করে তারা ভেবে ছিল এই দাফনকারীরা হয়তো মুসলমান বটে। অথচ তারা তাদের স্বজাতিই ছিল। মুসলমান মনে করে ভুল করে।

আমাকে মা বলে কেন তোমরা অপমান করছ? যদি সত্যিই তোমরা আমাকে মা মনে কর তাহলে কেন আমাকে কাটার জন্য কসায়ের হাতে বিক্রি করে দাও? কেউ কি নিজের মাকে সামান্য টাকার বিনিময়ে কসায়ের হাতে বিক্রি করে দেয়?

আমি কেঁদে উঠেছিলাম, আমি ছটফটিয়ে উঠেছিলাম যখন আমি বুঝতে পারি নিজেদেরকে হিন্দু বলে পরিচয় দেয়, নিজেদেরকে হিন্দুদের রক্ষাকারী বলে আস্ফালন করে, এবং নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নিজেদের কে সনাতনী বলে কুদোকুদি করে। আমাকে মা বলে আহ্বানকারী সঙ্গিত সোম, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি সেই সঙ্গিত সোমের কথা বলছি যে আমাকে রাজনৈতিক সভায় মা বলে সম্বোধন করে আর নির্দোষ মুসলমানদের নামে পরিচালিত কম্পানী 'আল দুয়া' কম্পানীর ডাইরেক্টরের পদে রয়েছে যেখানে সে প্রতিদিন কোটি কোটি মাতাকে হত্যা করছে।

আমার কান্না তখন ও পায় যখন আমি দেখি ভারতের চারটি বড় বিফ কম্পানীর মালিক হল এই হিন্দুত্ববাদীরা যারা আমাকে মা বলে ডাকে এবং সেই মায়ে গলা কাটার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকে।

এখন তো আমি স্পষ্ট বুঝে নিয়েছি এই বিজেপির নেতারা সব থেকে বড় বিধর্মী। যদি তা না হয় তাহলে কি তারা আমাকে রাস্তায় দুর্গন্ধ যুক্ত খাদ্য গ্রহনে বাধ্য করত? তারা কি আমাকে কসায়ের হাতে বিক্রি করে দিত?
আর কত ফরিয়াদ করব? আমাকে তোমরা মা বল আর গোয়াতেই বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীর ফতোয়া যে সেখানে যেন গো-মাংস ব্যান্ড নাহয়। তার কারন সেখানে প্রচুর বিদেশী পর্যটক আসে। তাদের প্রিয় খাদ্য হল গরুর মাংস। সেখানে গো-মাংস ব্যান্ড হলে বিজেপির বিদেশী টাকা রোজগারের ধান্দা চৌপট হয়ে যাবে। নিজের মায়ের মাংস কি কেউ এভাবে বিদেশীদের উদরে ভরে দিতে পারে?
উফ! আর কত ফরিয়াদ শোনাব? সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। তোমাদের হাত জোড় করে বলছি এই সকল বন্ধ কর।
কেন আমার নামে আখলাক হত্যাকান্ড হবে?
কেন আমার নামে মৈনপুরী কান্ড হবে?
কেন কেন? আমাকে মা বলে আহ্বানকারীরা তোমাদের কাছে জবাব চাই। আমি জবাবের অপেক্ষায় র ইলাম। তোমরা কি আমার কথার জবাব দেবে না এইভাবেই রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে থাকবে?
আমাকে জবাব দাও। জয় হিন্দ। জয় ভারত।

গোমাংস নিয়ে আরও কিছু কথা
প্রথমেই বলি, সংস্কৃতে একটা প্রাচীন শব্দ আছে। "গো-সঙ্খ্য"। এই শব্দটার অর্থ হলো- গো পরীক্ষক। পরে অর্থ সঙ্কুচিত হয়ে "গোপ" হয়েছে।
এই পরীক্ষা কেন হতো? কারণ, আর কিছুই না , যে বলদ বা ষাঁড়কে কাটা হবে, তার স্বাস্থ্য কেমন আছে সেটা দেখার জন্য। না পরীক্ষা হলে, সেই মাংস মানুষের জন্য খারাপ হতে পারে।
মাংস তিন প্রকার :-
ভূচর (যারা ভূমিতে চরে)
খেচর (যারা আকাশে ওড়ে)
জলচর (যারা জলে বিচরণ করে)
এক জলচর বাদে, স্ত্রী- পশু বধ নিষিদ্ধ ছিল, কারণ তাতে প্রজনন কমে যাবে। মাছেদের লিঙ্গ নির্ধারণ করা শক্ত বলেই হয়তো, এই ব্যাপারটা হয়েছিল।
বৌদ্ধ যুগের আগে, হিন্দুরা প্রচুর গোমাংস ভক্ষণ করতো এ তথ্যও অনেকেই জানেন। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রণীত Beef in Ancient India গ্রন্থে, স্বামী ভুমানন্দ প্রণীত অনেক গ্রন্থে, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের 'জাতি গঠনে বাধা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে।
এসব গ্রন্থ থেকে জানা যায়, বৌদ্ধযুগের আগে গো-হত্যা, গো-ভক্ষণ মোটেই নিষিদ্ধ ছিল না। মধু ও গো-মাংস না খাওয়ালে তখন অতিথি আপ্যায়নই অপূর্ণ থেকে যেতো। তাই অতিথির আর এক নাম – গোঘ্ন।

বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের সময় থেকে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়। সুতরাং বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব ২০০০ বছর আগে হলেও গো-হত্যা আরও অনেক পরে নিষিদ্ধ হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, সম্রাট অশোকের নিষেধাজ্ঞা হিন্দুরা মানছে কেন? এটাও ধর্মীয় সংঘাতের ফল। বৌদ্ধ ধর্ম এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, প্রচুর লোক, বিশেষ করে তথাকথিত " নীচ জাতি" আকৃষ্ট হয়েছিল, এই ধর্মের প্রতি।

ব্রাহ্মণ্য বাদী এবং ব্রাহ্মণরা প্রমাদ গুনলো। তারাও পুরোপুরি মাছ- মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়ে ভেক ধারী হয়ে গেল। মূলত, এটা উত্তরভারতেই হয়েছিল। তাই এখনও ওটা "গো- বলয়"।

বেশীদিনের কথা নয়, আলিবর্দির সময়ে রামপ্রসাদের গুরু কৃষ্ণা নন্দ আগম বাগীশ একটা বই লেখে। নাম – বৃহৎ তন্ত্রসার।

এতেও অষ্টবিধ মহামাংসের মধ্যে গোমাংস প্রথম বলেই বলা হয়েছে।

ঋগ্বেদে ফিরে আসি। কি দেখছি? প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তের ৪৩ নং শ্লোকে বৃষ মাংসের খাওয়ার কথা আছে। মহিষ মাংসের উল্লেখ আছে পঞ্চম মণ্ডলের ২৯ নং সূক্তের ৮ নং শ্লোকে।

মোষ বলি আজও হয়। নেপালে যারা মোষের মাংস খায়, তাদের ছেত্রী বলা হয়।

এছাড়া, বনবাস কালে রামচন্দ্রের লাঞ্চের মেনু কি ছিল, অনেকেরই জানা নেই।

তিন রকম মদ (আসব) গৌড়ী, (গুড় থেকে তৈরি) পৌষ্টি, (পিঠে পচিয়ে তৈরি) মাধ্বী (মধু থেকে তৈরি)। এর সঙ্গে প্রিয় ছিল- শূলপক্ক গোবৎসের মাংস।

বিশ্বাস না হলে রামায়ণ পড়া উচিত। রামকে যদি কল্প চরিত্র বলেও ধরি, তাহলেও এই গুলো তখনকার খাদ্যাভ্যাসের নমুনা।

গোমাংস ভক্ষন বিরোধীদের প্রতি খোলা চিঠি

হিন্দু ভায়েদের জানকারীর জন্য বলছি এখনো আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালে মন্দিরে গায় বলি দেওয়া হয়। এবার আপনারা কি করবেন? সেই হিন্দুত্ববাদী রাক্ষসদের বলছি যারা গরুর মাংস খাওয়ার অপরাধে মুহাম্মাদ আখলাক ও তার পুত্রকে গরুর মাংস খাওয়ার অপরাধে ইঁট দিয়ে আঘাত করে মাথা থেঁতলে হত্যা করেছে তাঁরা কি পারবেন নেপালে হামলা করে সেই মন্দিরের পুজারীদের মাথা ইঁট দিয়ে থেঁতলে দিতে? আপনারা পারবেন না। নেপালে তো আপনাদের গোমাতাকে প্রতিদিন ভক্ষন করছে। সেক্ষেত্রে আপনারা কেন চুপ করে টুঙ্গি মেরে ঘরে বসে থাকছেন? গোমাতার প্রতি আপনাদের প্রেমকোথায় চলে যায়? সন্দেহ হয় সত্যিই কি আপনারা আপনাদের গোমাতাকে ভালবাসেন না সুস্পষ্ট ভন্ডামী?

হিন্দু ভায়েদের বলছি মুসলমানদের গরুর গোস্তের কাবাব খাওয়া দেখে আপনাদের যদি ধৈর্য্যের চ্যুতি ঘটে থাকে তাহলে বলি, ঐ দেখুন আপনাদের পুর্ব পুরুষগন স্মরণাতিত কাল থেকে বৌদ্ধ যুগের কাল পর্যন্ত প্রচুর পরিমানে গরুর গোস্ত ভক্ষন করতেন। দেখুন ব্যাস ঋষি স্বয়ং বলেছেন, রন্তিদেবীর যজ্ঞে একদিন পাচক ব্রাহ্মনগন চিৎকার করে ভোজন কারীদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, মহাশয়গন! আজ বেশী মাংস ভক্ষন করবেন না, কারন আজ অতি অল্পই গো- হত্যা করা হয়েছে, কেবল মাত্র ২১০০০ একুশ হাজার গো হত্যা করা হয়েছে। (সাহিত্য সংহিতা, তৃতীয় খন্ড দ্রষ্টাব্য)

দেখুন হিন্দু ভায়েরা আপনাদের পুর্বপুরুষগন কি পরিমান গরুর মাংস ভক্ষন করতেন। ২১০০০ হাজার গরু হত্যা করার পরেও বলা হচ্ছে বেশী মাংস ভক্ষন করবেন না। তাহলে বেশী মাংস ভক্ষন করতে গেলে কত হাজার গরু হত্যা করা হত আপনারাই বুকে হাত দিয়ে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন। মাথা গরম করলে হিসাব গোলমাল হয়ে যাবে।

সত্যানুসন্ধানী হিন্দু পন্ডিতগনের সিদ্ধান্ত এই যে বৈদিক যুগে ভারতীয় ঋষিগন রীতিমত গো-মাংস ভক্ষন করতেন। স্মার্তযুগের সায়াহ্ন পর্যন্ত তাদের মধ্যে গো-মাংস আহারের জের চলছিল। (সাহিত্য সংহিতা, ৪৭৬ পৃষ্ঠা)

বৌদ্ধযুগের পুর্ব পর্যন্ত হিন্দুধর্মাবলম্বীদের বাপ দাদারা যে প্রচুর পরিমানে গরুর গোস্ত খেতেন তা ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রণীত 'Beef in ancient India' 'প্রাচীন ভারতে গো-মাংস', 'সোহং স্বামী' গ্রন্থ গুলিতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'জাতি গঠনে বাধা' গ্রন্থে শ্যামাকান্ত বন্দোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলিতে আর বেঙ্গলী পত্রিকায় পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়ের লেখা গো-মাংস বিষয়ক প্রবন্ধ ইত্যাদিতে পরিস্কার ভাবে উল্লিখিত আছে।

তখন গো-বলি, গো-হত্যা, গো-মেধ যজ্ঞ, গো-মাংস ভক্ষন মোটেই নিষিদ্ধ ছিল না। মধু ও ষাঁড়ের মাংস না খাওয়ালে অতিথির যত্নই হতো না। আজকের যুগে অতিথিকে যেমন চা না খাওয়ালে আতিথেয়তা হয় না ঠিক তেমনি তৎকালীন যুগে গোরুর মাংস না খাওয়ালে আতিথেয়তা হত না। তাই সেই যুগে হিন্দু গোহন্তা ও অতিথিকে 'গোঘ্ন' নামে অভিহিত করা হত। গো হত্যা বন্ধ হল বৌদ্ধ যুগ থেকে বৌদ্ধ শাসকরা যজ্ঞে পশুবলি, জীব হত্যা, মাংস ভক্ষন নিষিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু বেদ, সংহিতা, সুত্রাদি গ্রন্থ হতে গোহত্যার বলিষ্ঠ প্রমানাদি রয়েছে। সেই প্রমানের ভিত্তিতেই নেপালের হিন্দুরা এখন ও গরুর বলি দেয় এবং দমে গরুর মাংস ভক্ষন করে। আমার মনে হয় নেপালীরাই সঠিক ভাবে হিন্দু ধর্ম পালন করে। হিন্দু ভায়েরা যদি একটু অতিতের দিকে ফিরে যান এবং বেদ, পুরান সংহিতা, সুত্রাদি গ্রন্থগুলি ভাল ভাবে দেখাশুনা করেন তাহলে তাঁরাও অতি সহজে বড়ো মজাদার গরুর গোস্তের কাবাব খাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারবেন। মুসলমানদের কাবাব খাওয়া দেখে আর মাথা গরম হবে না। আর ধৈর্য্যের চ্যুতি ঘটবে না।

তাই বলি সাম্প্রদায়িকতা বন্ধ করুন। তা নাহলে আপনাদেরকেই সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। মনে রাখবেন আপনারা যদি নিরীহ মুসলমানদের হত্যা বন্ধ না করেন আর সামান্য গরুর মাংস খাওয়ার অপরাধে হত্যালীলা চালিয়ে যান তাহলে এই ভারতবর্ষকে দারুল হারব ঘোষনা করতে বেশী দেরী লাগবে না। আর একবার যদি ভারতবর্ষকে মুফতীয়ানে কেরামরা দারুল হারব ফতোয়া দিয়ে দেন তাহলে মনে রাখবেন সালাহুদ্দীন আয়ুবী, সুলতান মাহমুদ, মুহাম্মাদ বিন কাসিমের উত্তরসুরীরা এখনও জীবিত আছে। বুদ্ধিমানদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।

আপনাদের শুভাকাংখী

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

গোমাংস নিয়ে আরো একটি কথা

গোমাংস খাওয়া নিয়ে প্রচুর তর্ক বিতর্ক হয়েছে। তাই কয়েকটা কথা বলি। অনেকেরই ধারণা হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা গোমাংস খায় না বা খেত না। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

প্রথমেই বলি, সংস্কৃতে একটা প্রাচীন শব্দ আছে। "গো-সঙ্খ্য"। এই শব্দটার অর্থ হলো- গো পরীক্ষক। পরে অর্থ সঙ্কুচিত হয়ে "গোপ" হয়েছে।

এই পরীক্ষা কেন হতো? কারণ, আর কিছুই না , যে বলদ বা ষাঁড়কে কাটা হবে, তার স্বাস্থ্য কেমন আছে সেটা দেখার জন্য। না পরীক্ষা হলে, সেই মাংস মানুষের জন্য খারাপ হতে পারে।

মাংস তিন প্রকার :-

ভূচর (যারা ভূমিতে চরে)

খেচর (যারা আকাশে ওড়ে)

জলচর (যারা জলে বিচরণ করে)

এক জলচর বাদে, স্ত্রী- পশু বধ নিষিদ্ধ ছিল, কারণ তাতে প্রজনন কমে যাবে। মাছেদের লিঙ্গ নির্ধারণ করা শক্ত বলেই হয়তো, এই ব্যাপারটা হয়েছিল।

বৌদ্ধ যুগের আগে, হিন্দুরা প্রচুর গোমাংস ভক্ষণ করতো এ তথ্যও অনেকেই জানেন।

ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রণীত Beef in Ancient India গ্রন্থে, স্বামী ভুমানন্দ প্রণীত অনেক গ্রন্থে, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের 'জাতি গঠনে বাধা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

এসব গ্রন্থ থেকে জানা যায়, বৌদ্ধযুগের আগে গো-হত্যা, গো-ভক্ষণ মোটেই নিষিদ্ধ ছিল না। মধু ও গো-মাংস না খাওয়ালে তখন অতিথি আপ্যায়নই অপূর্ণ থেকে যেতো।

তাই অতিথির আর এক নাম – গোঘ্ন।

বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের সময় থেকে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়। সুতরাং বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব ২০০০ বছর আগে হলেও গো-হত্যা আরও অনেক পরে নিষিদ্ধ হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, সম্রাট অশোকের নিষেধাজ্ঞা হিন্দুরা মানছে কেন?

এটাও ধর্মীয় সংঘাতের ফল। বৌদ্ধ ধর্ম এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, প্রচুর লোক, বিশেষ করে তথাকথিত " নীচ জাতি" আকৃষ্ট হয়েছিল, এই ধর্মের প্রতি।

ব্রাহ্মণ্য বাদী এবং ব্রাহ্মণরা প্রমাদ গুনলো। তারাও পুরোপুরি মাছ- মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়ে ভেক ধারী হয়ে গেল। মূলত, এটা উত্তরভারতেই হয়েছিল । তাই এখনও ওটা "গো- বলয়"।

বেশীদিনের কথা নয়, আলিবর্দির সময়ে রামপ্রসাদের গুরু কৃষ্ণা নন্দ আগম বাগীশ একটা বই লেখে। নাম – বৃহৎ তন্ত্রসার।

এতেও অষ্টবিধ মহামাংসের মধ্যে গোমাংস প্রথম বলেই বলা হয়েছে।

ঋগ্বেদে ফিরে আসি। কি দেখছি? প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তের ৪৩ নং শ্লোকে বৃষ মাংসের খাওয়ার কথা আছে। মহিষ মাংসের উল্লেখ আছে পঞ্চম মণ্ডলের ২৯ নং সূক্তের ৮ নং শ্লোকে।

মোষ বলি আজও হয়। নেপালে যারা মোষের মাংস খায়, তাদের ছেত্রী বলা হয়।

এছাড়া, বনবাস কালে রামচন্দ্রের লাঞ্চের মেনু কি ছিল, অনেকেরই জানা নেই।

তিন রকম মদ (আসব) গৌড়ী, (গুড় থেকে তৈরি) পৌষ্টি, (পিঠে পচিয়ে তৈরি) মাধ্বী (মধু থেকে তৈরি)। এর সঙ্গে প্রিয় ছিল- শূলপক্ক গোবৎসের মাংস।

বিশ্বাস না হলে রামায়ণ পড়া উচিত। রামকে যদি কল্প চরিত্র বলেও ধরি, তাহলেও এই গুলো তখনকার খাদ্যাভ্যাসের নমুনা।

ওপেন চ্যালেঞ্জ

"এসো আমাদেকেও হত্যা করো আমরা গরুর মাংস খাচ্ছি। মুহাম্মাদ আখলাক ভাইকে তোমরা হত্যা করেছো"

এইরকম প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ দিয়ে কেরালার হিন্দু ভায়েরা প্রকাশ্যে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গরুর মাংস বন্টন করেন এবং নিজেরাও গরুর মাংস আহার করেন।

কেরালার এই হিন্দু ভায়েরা মুহাম্মাদ আখলাকের হত্যার প্রতিবাদে নিজেরাও গরুর মাংস খান এবং অপরকেউ খাওয়ান।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অপুর্ব নমূনা।

গায় কোন দিন ভগবান হতেই পারেনা। আসুন আমরা হিন্দু ধর্মের আলোকে বিচার করি।

হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ গুলিতে ভগবানের সংজ্ঞা দেওয়া রয়েছে। 'ভগ' বলা হয়,

ঐশ্বর্য্যস্য, সমগ্রস্য, বীর্য্যস্য যশষঃ শ্রেয়ঃ

জ্ঞানং বৈরাগ্যায়া শ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতিঙ্গনা।।

অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য, বীর্য, যশঃ, শ্রেয়তা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, এই ছয়টি গুনের সমষ্টিকে বলা হয়— 'ভগ'।

অতএব যিনি এই ছয়টি গুনের তিনি বা তাঁদেরকে বলা হয়—ভগবান।

এখন আমাদের হিন্দু ভাইদের জিজ্ঞাসা করি এই ছয়টি গুন গরু বা গায়ের মধ্যে আছে? নেই। এই ছয়টি গুনের একটি গুন ও গরুর মধ্যে নেই।

ঐশ্বর্য্যঃ - এই গুনটিও গরুর মধ্যে নেই।

বীর্যঃ - গরুর মধ্যে যদি বীর্য থাকত তাহলে মুসলমারা যখন কুরবানীর সময় গরু জবাই করে তখন তারা কাৎ হয়ে পড়ে যেত না। এমন বীর্য যে দুচার জন মুসলমানের কাছেই জব্দ হয়ে যায়।

যশঃ - গরুর মধ্যে যশ বলতে কিছুই নেই। যদি থাকত তাহলে গরু হত না। এদের এমন যশ যে রাস্তায় মরে পড়ে থাকলে শুকুনে ছিঁড়ে খায়। কাক পক্ষীতেও চিনে না।

শ্রেয়তাঃ - গরুর মধ্যে আবার কিসের শ্রেয়তা? এই গুনটিও গরুর মধ্যে নেই।
জ্ঞানঃ - একটি পাগলের যা জ্ঞান আছে তাও গরুর মধ্যে নেই। যদি থাকত তাহলে নিজে মুতে নিজেই পান করত না।
বৈরাগ্যঃ - এই গুনটিও গরুর মধ্যে নেই।
তাহলে বলুন গরু ভগবান হল কোন দিক থেকে?

বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিংয়ের আজব ফতোয়া। তার দাবী গায় হল আমাদের বোন।
এই বেওকুফকে বোঝাবে কে কেউ কি কোন দিন নিজের বোনের দুধ পান করে? তাহলে এই হিন্দুত্ববাদীরা গায় বুবুজানের দুধ পান করে কেন?
গায় যদি বোন হয় তাহলে দুলাভাইটা কে? ষাঁড় নিশ্চয়!

শোভা দে, জাস্টিস কাটজু, অভিনেতা ঋষি কাপুর প্রভৃতিরা তো প্রকাশ্যে বলে বেড়ান যে "আমরা গরুর মাংস খাই। হিম্মৎ থাকলে আমাদের আটকে দেখাও।"
আশ্চর্য্যের ব্যাপার হল যে গোয়ার বিজেপি মুখ্য মন্ত্রী পরিস্কার গরুর মাংস ব্যান্ড করার বিপক্ষে রয়েছেন। তার কারন জানেন? কারন, গোয়াতে প্রচুর বিদেশী পর্যটক আসেন। তাদের প্রিয় খাদ্য হল গরুর মাংস। সেখানে গরুর মাংস ব্যান্ড করলে বিদেশীদের কাছ থেকে টাকা রোজগার করার ধান্দা চৌপট হয়ে যাবে।

লেখকের সংগ্রহযোগ্য পুস্তকাবলী

১) তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে (অনলাইন/অফলাইন)

২) ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে? (অনলাইন/অফলাইন)

৩) এরা আহলে হাদীস না শিয়া? (অনলাইন/অফলাইন)

৪) ওয়াজহুন জাদীদ লি মুনকিরিত তাকলীদ
(আহলে হাদীস ফিৎনার নতুন রুপ) অফলাইন)

৫) আল কালামুস শরীহ ফি রাকআতিত তারাবীহ
(৮ রাকাআত তারাবীহর খন্ডন ও ২০ রাকাআত তারাবীহর জ্বলন্ত প্রমান) (অনলাইন/অফলাইন)

৬) ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের অপবাদ ও তার খন্ডন (অনলাইন)

৭) আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয় (অনলাইন)

৮) তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান (অনলাইন)

৯) সম্রাট আওরঙ্গজেব কি হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন? (প্রকাশিতব্য)

১০) ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি ভ্রান্ত মতবাদ (প্রকাশিতব্য)

১১) আমরা সবাই মৌলবাদী (প্রকাশিতব্য)

১২) কবর পুজার ধ্বংসাত্মক ফিৎনা (অনলাইন)

১৩) আমরা সবাই তালিবান (প্রকাশিতব্য)

১৪) রাম জন্মভূমি না বাবরী মসজিদ? (প্রকাশিতব্য)

১৫) মুহাররাম মাসে তাজিয়াবাজী (প্রকাশিতব্য)

১৬) মাসআলা আমীন বিল জেহের (অনলাইন)

১৭) সুন্নতে রাসুলে আকরাম ফি কিরাআত খলফল ইমাম
(ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সুরা ফাতেহা পাঠ) (প্রকাশিতব্য)

১৮) সুন্নতে রাসুলুস সাকইল ফি তরকে রফয়ে ইয়াদাইন (অনলাইন)

১৯) তরবারীর ছায়ার তলে জান্নাত ((প্রকাশিতব্য)

২০) গুমরাহীর নায়ক ডাঃ জাকির নায়েক (প্রকাশিতব্য)

২১) আকিদা হায়াতুন নবী (সাঃ) (অনলাইন)

২২) বেদ কি আল্লাহর বানী? (অনলাইন)

২৩) আসুন আমরা সন্ত্রাসবাদের আখড়া মাদ্রাসাগুলিকে খতম করি (অনলাইন)

২৪) আমিরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ (অনলাইন)

২৫) শহীদে আযম ওসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য)

২৬) তাযকিরাতুল মুজাহিদীন (প্রকাশিতব্য)

২৭) নাস্তিক্যবাদ নিপাত যাক (অনলাইন)
২৮) তথাকথিত নাস্তিক প্রবীর ঘোষের যুক্তি খন্ডন (প্রকাশিতব্য)
২৯) নাস্তিকতাবাদীদের কফিনে শেষ পেরেক (প্রকাশিতব্য)
৩০) যুক্তিবাদীদের যুক্তি খন্ডন (প্রকাশিতব্য)
৩১) নাসিকের অপবাদ খন্ডন (প্রকাশিতব্য)
৩২) প্রবীর ঘোষকে অপেন চ্যালেঞ্জ (প্রকাশিতব্য)
৩৩) তসলিমা নাদসরিকে অপেন চ্যালেঞ্জ (অনলাইন)
৩৪) নাস্তিক অভিজিৎ রায়ের অপবাদ খন্ডন (অনলাইন)
৩৫) হিন্দুধর্মে গো-মাংস খাওয়ার প্রমান (অনলাইন)
৩৬) তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা নামায (অনলাইন)

অনুদিত পুস্তক

১) হাদীস এবং সুন্নতের মধ্যে পার্থক্য। (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখকঃ হুজ্জাতুল্লাহফিল আরদ হযরত আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহঃ)]

২) আহলে হাদীসদের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সাথে মতবিরোধ। (প্রকাশিতব্য)

[মূল উর্দূ লেখকঃ আল্লামা মুহাম্মাদ পালন হাক্কানী (রহঃ)]

৩) হযরত মুহাম্মাদ এবং ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ। (মূল হিন্দী লেখকঃ ডঃ এইচ এ শ্রীবাস্তব/ অনলাইন)

৪) কল্কি অবতার এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) [মূল হিন্দী লেখকঃ ডাঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়]